ভোরের কাগজ

তারিখ 11 JUN 1998
পৃষ্ঠা ৬ কলাম 2

ব্রজমোহন কলেজের হালচাল ১

দক্ষিণ বাংলার সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বয়স আজ ১০৯ বছর। বিএম কলেজ নামে সারা দেশের শিক্ষিতমহলে সমধিক পরিচিত এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শত বছরের দীর্ঘ পরিক্রমায় ঘটেছে অনেক পরিবর্তন, যোগ হয়েছে অনেক নতুন অধ্যায়। ১৮৮৯ সালে পিতা ব্রজমোহন দত্তের নামে মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত যখন কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন তখন এর পরিসর ছিল অনেক সঙ্কীর্ণ। ছাত্রছাত্রীও ছিল কম। অথচ বর্তমানে মোট ১৬২ বিঘা জমির ওপর সম্প্রসারিত হয়েছে কলেজটির কলেবর। ১৭টি বিষয়ে অনার্স ও ১৯টি বিষয়ে মাস্টার্স চালু হওয়া কলেজটিতে এখন পড়াশোনা করছে প্রায় ১৫,০০০ ছাত্রছাত্রী। এ সবই সুখের কথা। আশার কথা। কিন্তু এতোসব সুখের কথার বিপরীতেই যেন রয়েছে হাজারো সমস্যা। বলা যায়, সমস্যার অক্টোপাস ঐতিহ্যবাহী এ কলেজটিকে আঁকড়ে ধরে আছে। বিশেষ করে শিক্ষক সঙ্কট, কর্মচারী স্বল্পতা, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের আবসান সমস্যা, পরিবহন ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা ইত্যাদির মতো অসংখ্য সমস্যায় কলেজটি আজ জর্জরিত। সম্প্রতি সরজমিনে বিএম কলেজ পরিদর্শন করেছেন আমাদের বরিশাল প্রতিনিধি *কামাল মাছুদুর রহমান*। কথা বলেছেন অনেকের সঙ্গে। জেনেছেন নানা তথ্য। সরজমিন পরিদর্শন ও সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ভোরের কাগজের পাঠকদের জন্য বিএম কলেজের নানা সমস্যার কথা নিয়ে তিনি তৈরি করেছেন ছয় পর্বের এই ধারাবাহিক প্রতিবেদন।

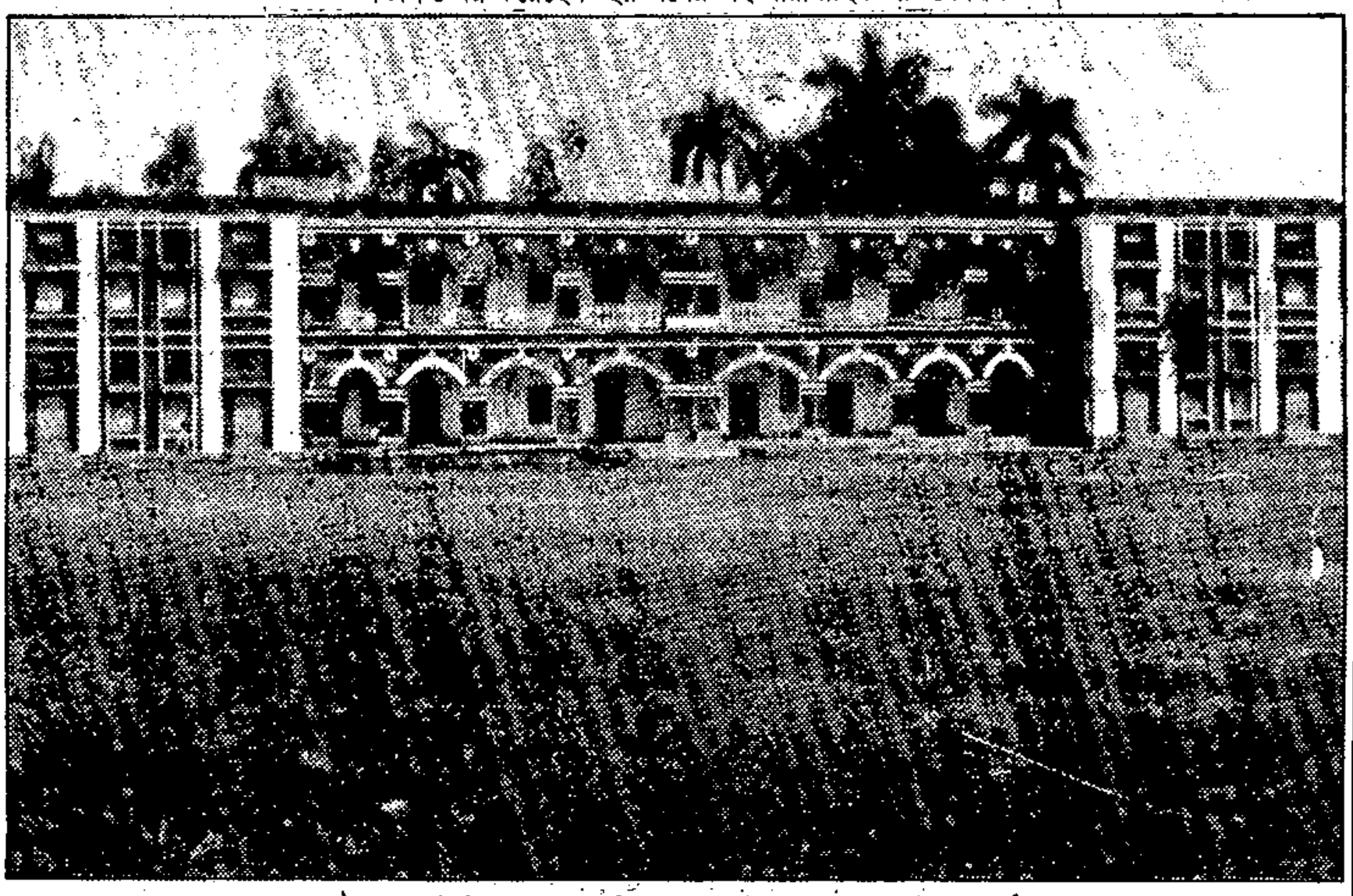

সত্য, প্রেম, পবিত্রতা– এই তিন মূলমন্ত্র খচিত ব্রজমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রধান ভবন – ভোরের কাগজ

ছয়টি অধ্যক্ষের পদসহ ২৫টি পদে শিক্ষক নেই চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর পদ শূন্য ৫১টি

কামাল মাছুদুর রহমান : বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও কলা বিভাগে পাসকোর্সসহ ১৭টি বিষয়ে অনার্স ও ১৯টি বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু হওয়া সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাবে সরকারি ব্রজমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সীমাহীন স্বল্পতার কারণে দাপ্তরিক ও অন্যান্য কাজ করতে গিয়ে বর্তমানে কর্মরত কর্মচারীরা হিমশিম খাচ্ছেন।

বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়নরত প্রায় ১৫ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য সব মিলিয়ে বিএম কলেজে মাত্র ১৬২টি শিক্ষকের পদ রয়েছে। তার ওপর ১৬২টি পদের মধ্যে ২৫টি গুরুত্বপূর্ণ পদে শিক্ষক নেই। কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাপকের ১২টি পদের ছয়টি, সহযোগী অধ্যাপকের ৩৮টি পদের আটটি, সহকারী অধ্যাপকের ৫২টি পদের সাতটি ও প্রভাষকের ৬০টি পদের চারটি পদ খালি রয়েছে।

ইংরেজি বিভাগে সৃষ্ট ১০ জন শিক্ষকের মধ্যে অধ্যাপক পদে একটি, সহযোগী অধ্যাপক পদে একটি, সহকারী অধ্যাপক পদে দুইটি এবং প্রভাষক পদে দুইটি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ১২ জন শিক্ষকের মধ্যে অধ্যাপক পদে একটি, প্রভাষক পদে একটি, ইসলামের ইতিহাস বিভাগে ১২ জন শিক্ষকের মধ্যে অধ্যাপক পদে একটি, সহকারী অধ্যাপক পদে একটি, প্রভাষক পদে একটি, ইতিহাস বিভাগে ১২ জন শিক্ষকের মধ্যে অধ্যাপক পদে একটি, সহকারী অধ্যাপক পদে দুইটি, ব্যবস্থাপনা বিভাগে ১২ জন শিক্ষকের মধ্যে সহযোগী অধ্যাপক পদে দুইটি, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগে ১১ জন শিক্ষকের মধ্যে সহযোগী অধ্যাপক পদে দুইটি, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে ১২ জন শিক্ষকের মধ্যে অধ্যাপক পদে একটি, সহযোগী অধ্যাপক পদে একটি, গণিত বিভাগে চারজন শিক্ষকের মধ্যে সহযোগী অধ্যাপক পদে একটি, পরিসংখ্যান বিভাগে দুজন শিক্ষকের মধ্যে সহকারী অধ্যাপক পদে একটি এবং সমাজকল্যাণ বিভাগে ১০ জন শিক্ষকের মধ্যে অধ্যাপক পদে একটি ও সহকারী অধ্যাপক পদে একটি শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে।

সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণীর ১৫০০ ছাত্রছাত্রীর জন্য রয়েছেন মাত্র চারজন শিক্ষক। পরিসংখ্যা বিষয়ে রয়েছেন কেবলমাত্র একজন শিক্ষক। বেশ কয়েকটি বিভাগের শিক্ষকের অবস্থান একই রকম।

অধিকাংশ বিষয়েই অধ্যাপকসহ অন্যান্য শিক্ষকের পদ আজো সৃষ্টি হয়নি। যে সকল বিষয়ে অধ্যাপকের পদ এখনো সৃষ্টি হয়নি সেগুলো হচ্ছে সমাজবিজ্ঞান, দর্শন, আরবি ও ইসলামী শিক্ষা, গণিত, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, পরিসংখ্যান এবং সংস্কৃতি। অপরদিকে এ কলেজে মনোবিজ্ঞান, ভূগোল, মার্কেটিং, ফিন্যান্স, আরবি ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি এই ছয়টি বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু হয়নি। কলেজে বর্তমানে ১৩৭ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষকের পদ সৃষ্টি না হওয়ায় এবং শূন্য পদের বিপরীতে শিক্ষক নিয়োগ না করায় কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা ব্যাহত হচ্ছে। প্রতিটি বিভাগে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে কলেজের স্ব স্ব বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা ইতিপূর্বে আন্দোলন, গ্রাম সভা-সমাবেশ, মিছিল, স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি পালন করেছে। কলেজ কর্তৃপক্ষও শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এ সম্বন্ধে অবহিত করেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় গ্রহণ করছে না।

বিএম কলেজে তৃতীয় শ্রেণীর মাত্র ১৫ জন ও চতুর্থ শ্রেণীর ৩৪ জন কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। প্রতিটি বিভাগে কর্মচারী (তৃতীয় ও চতুর্থ) স্বল্পতা থাকায় মাস্টার রোলে অনধিক ১ হাজার টাকা বেতনে বেশ কিছু চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী সরকারি চাকরিতে নিয়োগ পাবে এ আশায় দিনরাত কাজ করছেন। এই কলেজে ৮৫ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ছিলেন। তার মধ্য থেকে অনেকে এলপিআর-এ চলে গেছেন, কেউবা মারা গেছেন ফলে, কর্মচারীর ৫১টি পদ শূন্য রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। কলেজে নতুন পদ সৃষ্টি তো হয়নি বরং ৫১টি শূন্য পদের বিপরীতেও লোক নিয়োগ করা হয়নি।

কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজ প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, একজন হিসাবরক্ষন কর্মকর্তা, চারজন উচ্চমান সহকারী, ১০ জন অফিস সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক, পাঁচজন স্টোরকিপার, দুইজন হিসাব সহকারী, ২২ জন এমএলএসএস, ছয়জন প্রহরী, ছয়জন মালী, ছয়জন ড্রাইভার, তিনজন হেলপার, ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক হোস্টেলের জন্য ১৫ জন নিরাপত্তা রক্ষী এবং পাঁচজন বাবুর্চির পদ সৃষ্টির জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে একাধিকবার আবেদন করেন। কিন্তু এ সংক্রান্ত কোনো সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও মন্ত্রণালয় থেকে এখনো নেওয়া হয়নি বলে জানা গেছে।